আজকের কাগজ

তারিখ 26 APR 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডেটলাইন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

লাঞ্ছনা ও হুমকির মুখেও ভিসি নির্বিকার ।। শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ
প্রাক্তন ছাত্রনেতাদের সন্ত্রাসের ফলে বিরাজ করছে উত্তেজনা

শাহ আরিফ নিশির : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল হামিদ কতিপয় প্রাক্তন ছাত্রনেতার হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। জানা যায়, একটি বিশেষ দলের সাবেক সভাপতি গত ১৪ এপ্রিল ভিসি'র কাছে তার এমফিল ডিগ্রীর জন্যে আবেদনপত্র জমা দিয়ে তাকে ভর্তি করাতে চাপ সৃষ্টি করেন। ভিসি তাকে ভর্তি করতে অপরাগতা প্রকাশ করলে উল্লেখিত ছাত্রনেতা চাকরির জন্যে আবদার করেন। জানা যায়, এ বিষয়েও ভিসি অপারগতা প্রকাশ করলে উক্ত ছাত্রনেতার সহকর্মীরা ভিসির টেবিলে রক্ষিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানের কাগজপত্র জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ ঘটনা গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে জানাজানি হয়ে গেলে শিবিরের আল কোরআন বিভাগ থেকে সদ্য পাস করা জনৈক নেতা শিবিরের চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের নিয়ে ভিসি হামিদের কক্ষে জোরপূর্বক ঢুকে পড়ে এবং তাকে আগামী এক মাসের মধ্যে আল কোরআন বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে বলে দাবি করে। জানা যায়, এ বিষয়ে ভিসি অপরাগতা প্রকাশ করলে ভিসিকে দেখে নেবে বলে হুমকি দেয়।এ সময় ভিসি'র কক্ষ থেকে অফিসিয়াল জরুরি কাগজপত্র তারা ছিনিয়ে নেয়। শিবিরের এ তান্ডব চলাকালে অফিস কক্ষের অল্প কিছু দূরে ৩শ' সদস্যের পুলিশ বাহিনী কর্তব্যরত থাকা সত্ত্বেও ভিসি আব্দুল হামিদ পুলিশের সহযোগিতা নেননি কাগজপত্র উদ্ধারের জন্যে। এমনকি শান্তি-শৃংখলা ও পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রক্টরকেও জানাননি এবং শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এ সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষকদের চাপের মুখে গত ১৫ এপ্রিল ভিসি জরুরি সভা আহবান করেন। জানা যায়, সে সভায় ভিসি, প্রক্টর, ডীন ১৪ এপ্রিলের সন্ত্রাসী ঘটনাকে কৌশলে পাশ কাটিয়ে খোশগল্পে মেতে ওঠেন। উপস্থিত শিক্ষকরা যে বিষয়ে মিটিং ডাকা হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করার আহবান জানিয়ে বলেন, ভিসি'র টেবিলে রক্ষিত কাগজপত্র ছিনতাইসহ পূর্বে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী ঘটনা যেমন, ডায়েরী ছিনতাই, ভিসির কক্ষে তালা দেয়া, গাড়ি থেকে প্রধানমন্ত্রীর নাম মুছে ফেলা, পুলিশ কর্তৃক ক্যাম্পাস থেকে অস্ত্রসহ শিবির কর্মী ওয়াহিদকে আটক, ছাত্রলীগ নেতা ফেরদৌসকে অস্ত্র প্রদর্শন, হান্নানকে প্রাণনাশের হুমকি, ছাত্রদল নেতা মোহাম্মদ আলী ও রবিউলকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা, ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে অস্ত্র প্রদর্শন করে ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল করে তোলা ইত্যাদি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার করা হোক। শিক্ষকরা উল্লেখিত জটিলতা ও সন্ত্রাসী ঘটনার খতিয়ান তুলে ধরায় ভিসি আঃ হামিদ অপ্রস্তুত হয়ে দ্রুত জরুরি সভা শেষ করে দেন। এদিকে ঐ সন্ত্রাসী প্রাক্তন ছাত্রনেতা কর্তৃক ২৪ এপ্রিলের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের কাগজপত্র ছিনতাই হয়ে যাওয়ার কারণে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের কাগজপত্র পুনরায় তৈরি করা শুরু হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী ২৪ এপ্রিলের স্থলে ২৭ এপ্রিল ক্যাম্পাসের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। ক্যাম্পাসে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।